প্রথম আলো

তারিখ ... 31 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৬ ...

সময়মতো পাঠ্যবই কাল দেশজুড়ে উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি ●

গত কয়েক বছরের মতো এবারও ঠিক সময়ে পাঠ্যবই পৌঁছে যাবে শিক্ষার্থীদের কাছে। বছরের প্রথম দিন সাপ্তাহিক ছুটি পড়লেও ক্লাল শুক্রবারই পাঠ্যপুস্তক উৎসব করা হচ্ছে। এর আগে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন। এরপর প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে সব স্তরের শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে যাবে বিনা মূল্যের নতুন বই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা বেশির ভাগ বইয়ের মান খারাপ হওয়ার বিষয়টি অবগত থাকলেও তাঁরা সময় বিবেচনায় ও বাস্তবতার নিরিখে এ নিয়ে এখনই মাথা ঘামাচ্ছেন না। বছরের প্রথম দিন কাল শুক্রবার শিক্ষার্থীদের হাতে বই দেওয়ার দিকেই তাঁদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

ইতিমধ্যে নতুন বই দেশের স্কুলগুলোতে পৌঁছে গেছে। স্কুল থেকে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হবে।

প্রায় ১২১ কোটি টাকা কম দর দিয়ে প্রাথমিক স্তরের সব বই ছাপার কাজ নেওয়ার পর বেশির ভাগ মুদ্রাকর মূলত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের বইয়ের মানের সঙ্গে আপস করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১১ কোটি। তবে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি ও

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

দেশজুড়ে উৎসব

শেষ পৃষ্ঠার পর

দাখিল স্তরের বিনা মূল্যের বইয়ের সংখ্যা মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০ কপি।

মুদ্রাকররা বলছেন, দরপত্রের মাধ্যমে কাজ পাওয়ার পর কাগজকলের মালিকেরা আকস্মিক সাদা কাগজের দাম বাড়িয়ে দেন। আবার সময়মতো কাগজ সরবরাহও করতে চাননি অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে লোকসান ঠেকাতে কাগজের মানের সঙ্গে মুদ্রাকরদের অনেকেই কিছুটা আপস করতে বাধ্য হয়েছেন।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, সব শঙ্কা কাটিয়ে বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। মানের প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, মানসম্মত বই ছাপতে কারও গাফিলতি বা ত্রুটি থাকে, সেটি দেখা হবে। এ জন্য জরিমানা ও বিল আটকে রাখাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।